# প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিয়ানমারবিষয়ক জাপানের বিশেষ দূতের বৈঠক

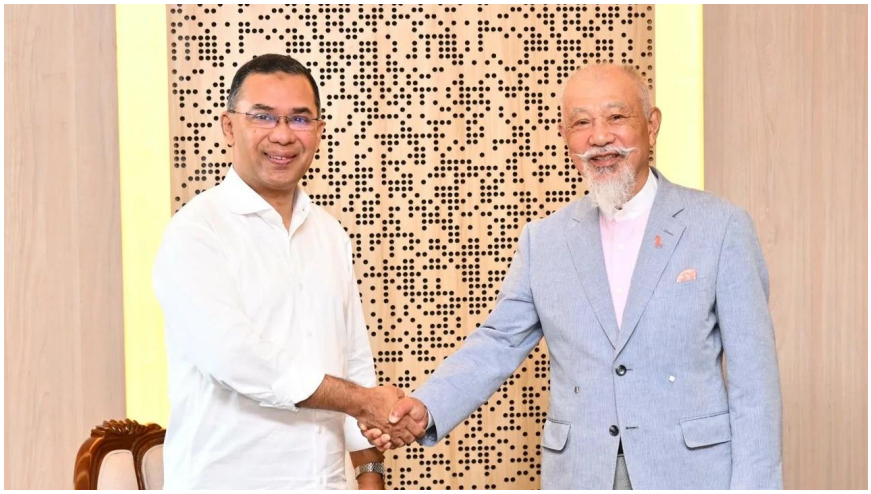

ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মিয়ানমারে ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশনবিষয়ক জাপান সরকারের বিশেষ দূত এবং নিপ্পন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইয়োহেই সাসাকাওয়া।

সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও জাপানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা হয়। সাসাকাওয়া বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য নিরসনে কাজ করছেন তিনি। রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের ওপর যে বড় চাপ তৈরি হয়েছে, সে বিষয়েও তিনি অবগত বলে জানান।

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় জাপানের অনুদান ও মানবিক সহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন জাপানের বিশেষ দূত।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশ সফরের জন্য ইয়োহেই সাসাকাওয়াকে ধন্যবাদ জানান এবং তার মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি, অবকাঠামো ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে ভূমিকা রাখতে জাপানের বিশেষ দূতের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যাবাসনের পর রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনেও বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানান তিনি।

জবাবে সাসাকাওয়া বলেন, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। মিয়ানমার সরকার সংকট সমাধানে আন্তরিক বলে তিনি মনে করেন। তবে রাখাইন রাজ্যের বর্তমান জটিল পরিস্থিতির কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় সময় লাগছে বলেও উল্লেখ করেন।

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে বহুপক্ষীয় উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বিশেষ দূত তার অবস্থান থেকে সংকট সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশে একটি ভ্যাকসিন উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনে সহযোগিতার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে জাপানি বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

বৈঠকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-১ হুমায়ুন কবির, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-২ শামা ওবায়েদ এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী শাকিরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।